□□□□ □ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□

[□□□□□ – Bengali – بنغالي]

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□-□□□□□□□ □□.

□□□□□□ : □□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ : □. □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

2014 - 1435

IslamHouse.com

صفة الحج والعمرة

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد صالح العثيمين

ترجمة: محمد رشيد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1435 - 2014

IslamHouse.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি এই নিখিল বিশ্বের মালিক। দরূদ ও সালাম শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর বংশধর এবং সাহাবীগণের প্রতি।

নিশ্চয়ই হজ্জ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কেননা, তা ইসলামের ৫ম স্তম্ভ বা ভিত্তি। যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। যা ব্যতীত কারো ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবাদত কবুল হওয়ার দু’টি শর্তঃ

1. ইখলাস অর্থাৎ সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে করা; যাতে লোক দেখানো, প্রশংসা অর্জন, অথবা দুনিয়া পাওয়ার লোভ লেশ মাত্রও থাকবে না।
2. কথা এবং কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত পথের অনুসারে হতে হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে হলে হাদীসের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

3

হজ্জের প্রকারভেদ
হজ্জ তিন প্রকারঃ (১) তামাত্তু’ (২) ইফরাদ
(৩) ক্বিরান।

হজ্জে তামাত্তুঃ হজ্জ মৌসুমে শুধু উমরাহের ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ এবং সা‘ঈ করে (ছাফা মারওয়ার দৌড়কে সা‘ঈ বলে) মাথার চুল মুণ্ডন অথবা খাটো করে হালাল হয়ে যাবে। পরে ৮ই জিলহজ্জ শুধু হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধে হজ্জের সকল কাজ সমাধা করবে।

হজ্জে ইফরাদঃ শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদূম বা আগমনী তাওয়াফ ও হজ্জের সা‘ঈ করে নিবে। কিন্তু হজ্জে ইফরাদকারী ১০ই জিলহজ্জ ঈদের দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। পাথর মেরে হালাল হবে। যদি কেহ সা‘ঈকে হজ্জের তাওয়াফের পরে নিয়ে যায় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই।

হজ্জে ক্বিরানঃ উমরাহ্ ও হজ্জের জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধবে অথবা প্রথমে উমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধবে পরে তাওয়াফ শুরূ করার পূর্বেই হজ্জকে শামিল করে নিবে। ইফরাদকারীর যে কাজ তারও একই কাজ তবে

ক্বিরানকারীকে কোরবানী করতে হবে। আর ইফরাদকারীকে কোরবানী করতে হবে না।

উপরোল্লেখিত তিন প্রকারের মধ্যে তামাত্তু হল সবচেয়ে উত্তম। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তামাত্তু করার আদেশ করেছিলেন। এমনকি কেউ যদি তাওয়াফ ও সা‘ঈ করে ফেলে তবুও সে তামাত্তু করতে পারে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সা‘ঈ করার পর সাহাবীদেরকে তামাত্তু করার হুকুম দিলেন এবং বললেন যে যাদের সাথে কোরবানীর জন্তু নেই তারা যেন তামাত্তু করে। তিনি আরও বললেন যে, যদি আমার সাথে কোরবানীর জন্তু না থাকত তাহলে আমিও তাই করতাম যা করতে তোমাদের বলেছি।

উমরাহের বিবরণঃ

উমরাহকারী প্রথমে গোসল করবে, সুগন্ধি আতর দাড়ী ও মাথায় লাগাবে। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর যদিও আতরের চিহ্ন বাকী তাকে তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। সকল নারী-পুরুষ এমনকি ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মেয়েলোকের জন্যও সুন্নত। গোসলের পর ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা ছাড়া সকলেই ফরয সালাতের

[illegible]

«لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شـريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»

[illegible]

[illegible] ‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

□□□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□-□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ ‘‘□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□! □□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□''

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□
□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□,
□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□ □ □□'□ □□□□□

«بسم الله والله أكــبر اللهم إيمانا بك وتصــديقا بكتابك ووفـاء بعهـدك وإتّباعا لسـنّة نبيّك محمد صـلى الله عليه وسلم»

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□,
□□□□□-□□□□□□ □□□-□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□-□□□□ □□□ □□□□□-□□ □□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□-□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□''□

□□□□□ ''□□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□, □□
□□□□□□ ! □□□□□ □□□ □□□□ □□□□, □□□□□

কিতাবকে (কুরআন) সত্যায়ন করে, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে এবং তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শের অনুসরণ করে (তাওয়াফ আদায় করছি)।’’

এবং তাওয়াফ শুরু করবে। অতঃপর রুকনে ইয়ামানিতে আসলে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে, চুম্বন করবে না আর রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যস্থলে এ দো‘আ পড়বেঃ

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا
عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

«اللهم إنّي أسئلك العفو والعافية في الدنيا والآخرة»

উচ্চারণঃ রাববানা - আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াত ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।’’

অর্থঃ ‘‘হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে দুনিয়া -আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি দান করো।

9

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে দুনিয়া -আখেরাতের কল্যাণ ও নিরাপত্তা ভিক্ষা চাই। ’’

যখনই হাজরে আসওয়াদের কাছে আসবে তখনি হাত দ্বারা ইশারা অথবা চুমু দিয়ে তাকবীর বলবে।
আর বাকী তাওয়াফে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যিকর , তিলাওয়াত ও দো ‘আ করতে থাকবে। কেননা , কা‘বা ঘরের তাওয়াফ, ছাফা -মারওয়ার সা ‘ঈ এবং জামারায় পাথর নিক্ষেপে আল্লাহ তা ‘আলার যিকরই উদ্দেশ্য। আর এ তাওয়াফ অর্থাৎ আগমনী তাওয়াফে পুরুষের জন্য দু ’টি কাজ করতে হবে।

1. ইদ্বতিবা , অর্থাৎ তাওয়াফকারী গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান কাঁধের নিচে রেখে উভয় কিনারা বাম কাঁধের উপর রাখবে। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর পূর্বের মত চাদর গায়ে দিবে। কেননা ইদ্বতিবা শুধু তাওয়াফেই করতে হয়।
2. তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে রমল অর্থাৎ ছোট ছোট কদমে কিছুটা দ্রুতগতিতে চলবে এবং বাকী চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলবে। যখন তাওয়াফ শেষ হয়ে যাবে তখন এ আয়াতটি পড়বেঃ

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ ﴾ [البقرة: ١٢٥]

উচ্চারণঃ (ওয়াত্তাখিযু মিম মাক্বা -মি ইবরাহীমা মোসাল্লা)

10

অর্থাৎ ‘‘এবং তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও’’

এবং সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকা‘আতে সূরায়ে কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরাতুল ইখলাছ পাঠ করে দু’রাকাআত সালাত মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে পড়বে। সালাত শেষে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে গিয়ে স্পর্শ করবে। এরপর ছাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। যখন ছাফার নিকটবর্তী হবে তখন এ আয়াতটি পাঠ করবেঃ

۞ ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]

উচ্চারণঃ ইন্নাচ্ছাফা-ওয়াল মারওয়াতা মিন শা‘আ-ইরিল্লা-হ

অর্থঃ ‘‘নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।’’

তারপর সাফা পাহাড়ে উঠে কা‘বার দিকে মুখ করে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে নিজ ইচ্ছা মত দো‘আ করবে। এ স্থলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নলিখিত দো‘আ করতেনঃ

11

«لا إله إلا الله وحمه لا شــريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قــدير - لا إله إلا الله وحــده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□; □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□

«لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لا شـريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»

□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□-□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□'□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□-□□□□□□ □□□□□

□□□□□ ''□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□''

আর যদি হজ্জ সম্পাদন করতে কোনো বাধার আশংকা থাকে তাহলে শর্ত সাপেক্ষে নিয়ত করবে এবং বলবেঃ

»وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني«

অর্থাৎ যদি কোনো বাধাদায়ক বস্তু আমাকে হজ্জ সম্পাদক করতে বাধা দেয়, তাহলে হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দিবে সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে।

কিন্তু যদি হজ্জ সম্পাদন করতে কোনো বাধার আশংকা না থাকে তাহলে শর্তের নিয়ত করবে না বরং শর্ত ছাড়াই নিয়ত করবে। অতঃপর মিনার দিকে রওয়ানা দিবে। মিনায় পৌঁছে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধাতির সময়ে কছর করে পড়বে। জমা বা দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে পড়বে না। আরাফার দিন সূর্য উঠার পর মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা দিবে। এবং সম্ভব হলে নামিরা নামক স্থানে অবস্থান করবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, নামিরায় অবস্থান করা সুন্নত। যখন সূর্য ঢলে যাবে, তখন যোহর ও আসরের সালাত একসাথে প্রথম ওয়াক্কতে দু-দু রাকাআত করে পড়বে। যেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□ □ □□'□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□'□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□'□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ '□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□'□ □□□ □□□□□□□

«لا إله إلا الله وحــده لا شــريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير»

□□□□□□□□□ □□-□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□-□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□-□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□ ''□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□'□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□''

□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করবে, তখন তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তার সফরের শেষ আল্লাহর ঘরের সঙ্গে না করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে না। তবে ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। আর তাদের পক্ষে বিদায়ের জন্য মসজিদে হারামের গেইটের পাশে অবস্থান করা উচিত নয়। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি হজ্জ ও উমরাহ্ আদায়কারীর উপর ওয়াজিবঃ

1. আল্লাহ তা‘আলা যে সমস্ত বিষয় ওয়াজিব
করে দিয়েছেন তা পুংখানুপুংখরূপে সম্পাদন করা। সঠিক সময়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা।
2. নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন,
স্ত্রী সম্ভোগ, বেহুদা ও বিবাদ বিসংবাদমূলক কাজ ও কথা-বার্তা ইত্যাদি।
3. কথা ও কাজে কোনো মুসলমানকে কষ্ট না
দেওয়া।
4. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি
থেকে দূরে থাকা।
এগুলো নিম্নরূপঃ

20

ক. চুল বা নখ না কাটা। তবে কাঁটা বিধলে তা খুলতে কোনো অসুবিধা নেই, যদিও রক্ত বের হয়ে যায়।

খ. শরীর, কাপড়, পানীয় বস্ত্ত অথবা খাদ্য দ্রব্যে সুগন্ধি ব্যবহার না করা। অনুরূপ সুগন্ধিযুক্ত সাবানও ব্যবহার করবে না। কিন্তু যদি ইহরামের পূর্বেকার ব্যবহৃত সুগন্ধি (শরীরে) থেকে যায়, তাতে কোনো দোষ নেই।

গ. কোনো হালাল স্থলচর জন্তু শিকার না করা।

ঘ. উত্তেজনাসহ স্ত্রীর গা স্পর্শ করবে না অথবা চুমু দিবে না। আর স্ত্রী-সহবাস এর চেয়েও দোষণীয়।

ঙ. নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে না, এবং আকদও করবে না।

চ. হাত মোজা ব্যবহার করবে না। তবে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তা বাঁধলে কোনো অসুবিধা নেই।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি বিশেষভাবে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধঃ

ক. এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকবে না, যা মাথায় লেগে যায়। তবে ছাতা ব্যবহার করা, গাড়ী ও

21

তাঁবুতে অবস্থান করা, অথবা মাথায় বোঝা চাপানো দোষণীয় নয়।

খ. জামা, কাপড়, বুরনুস (এক প্রকার টুপি সংযুক্ত জামা), পায়জামা এবং মোজা ব্যবহার করবে না। তবে যদি লুঙ্গি না পায় তাহরে পাজামা ব্যবহার করতে পারবে। এমনিভাবে যদি জুতা না পায় তাহরে মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

গ. উপরোল্লেখিত পরিধেয় বস্তুর সাথে যা সামঞ্জস্য রাখে তাও ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন ‘আবা (এক প্রকার জামা), টুপি, গেঞ্জি ইত্যাদি। তবে জুতা, আংটি, চশমা, শোনার জন্য কানের মেশিন, হাতঘড়ি ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা পয়সা রাখার জন্য কোমরবন্দ ও পেটি ব্যবহার করা জায়েয আছে। অনুরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এমন কিছুর ব্যবহার যাতে সুগন্ধি নেই তাও জায়েয আছে। মাথা ও শরীর ধোয়া জায়েয আছে। অনুরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এমন কিছুর ব্যবহার যাতে সুগন্ধি নেই জায়েয আছে। মাথা ও শরীর ধোয়া জায়েয আছে, এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছাবশতঃ চুল পড়ে যায় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। আর মহিলারা মুখাচ্ছাদন অথবা বোরকা পরিধান করবে না।

22

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

«السلام عليك أيّها النـبي ورحمة الله وبركاته صـلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا»

4. [illegible]

□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□

«الســلام عليك يا أبا بكر خليفة رســول الله صــلى الله عليه وسـلم ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجـزاك عن أمة محمد خيرا»

□□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□، □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

«الســـلام عليك يا عمر أمـــير المؤمـــنين ورحمة الله وبركاته ورضي الله عنك وجـــــزاك الله عن أمة محمد خيرا»

5. □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
6. □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□، □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□

«الســلام عليك يا عثمــان أمــير المؤمــنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا»

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

7. □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□، □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□,
□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□
□□'□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين-